

আসুন ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে পরিচিত হই

লেঃ কর্নেল (অব.) মোহাম্মেদ দিদারুল আলম, বীর প্রতীক

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস ৪/৫ শত টাকা পুঁজি খাটিয়ে তাঁর চিন্তার বীজ বপন করেছিলেন আজ থেকে বছর তিরিশেক আগে। বর্তমানে সে পুঁজি ৪/৫ হাজার কোটি টাকার সীমানা ছাড়িয়ে কোথায় গেছে সেটা আমার জানা নেই। ২/৩ জন গ্রাহক দিয়ে শুরু করে তা আজ পৌঁছিয়েছেন প্রায় ৭০ লক্ষের কোঠায়। ব্যাপারটা এ্যারথমেটিক প্রগ্রেশন নয় জিওমেট্রিক প্রগ্রেশনকেও হয়তো হার মানিয়েছে।

আরও প্রাণিধান যোগ্য বিষয় হলো এ বিশাল পুঁজি-কর্মযজ্ঞের মালিক ডঃ ইউনূস নন, কোন ব্যক্তি বিশেষও নয়। এমনকি সরকারও নয়। মালিক ৭০ লক্ষ গ্রাহক। এ সত্তর লক্ষ গ্রাহকের ৯৫ ভাগই নারী। যে নারীদের হাতে কোন কাজ ছিল না। বলা যায় সমাজে মানুষ হিসেবে এদের লক্ষ্যনীয় কোন অস্তিত্বও ছিল না। আজ সে নারীদেরই প্রতিনিধি সুদূর সুইডেনে গিয়ে ৭০ লক্ষ নারীর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সেরা পুরস্কারটি গ্রহন করেছেন। অভাবনীয়/ অকল্পনীয় এক সাফল্য। ডঃ ইউনূসের পরিকল্পনায় ও নেতৃত্বে এই আকাশসম সাফল্য। তাও প্রবল রাজনৈতিক/ সামাজিক/ আমলাতান্ত্রিক/ ধর্মীয় বাধাকে ডিঙিয়ে ডঃ ইউনূস এ সাফল্য অর্জনের সফল কাভারি হয়েছেন।

পান্তাভাত থেকেও বাঙালী মেধাহীন জাতি নয়। পাক-ভারত উপমহাদেশের অর্জিত সাতটি নোবেল পুরস্কারের তিনটিই বাঙালীর ঘরে এসেছে। তুলনামূলক বিচারে এটা পৃথিবীর অনেক জাতির চেয়ে এগিয়ে থাকার একটি পরিসংখ্যান। বাঙালী নিজেকে নিজে চিনে না। অন্য কেউ চিনিয়ে দিলে তবে চিনে। রবীন্দ্রনাথ, অমর্ত্য সেন, ডঃ ইউনূস এঁদেরকে আমরা চিনেছি বিদেশিরা আমাদের চিনিয়ে দিয়েছে বলে। আমাদের আর এক মহাপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও আমরা চিনতে পারি নি। তাঁর দূর্ভাগ্য বিদেশিরা চিনিয়ে দেয় নি বলে আমরা তাঁকে চিনি নি।

পাক ভারত উপমহাদেশে যে কটি স্বাধীন জাতি আছে তার মধ্যে আমরা বাংলাদেশি জাতি অন্যতম। উড়িয়া, আসামী, খাশিয়া, মনিপুরি, কানাড়া, তামিল, তেলেগু, মারাঠি, গুজরাটি, সিন্ধি, বেলুচি, কাশ্মীরি, পাঠানসহ আরও ছোট বড় অনেক জাতি এই পাক-ভারত উপমহাদেশে বিদ্যমান। এর কয়টি প্রকৃত অর্থে স্বাধীন? অপ্রিয় হলেও এটাই সত্য যে পাকিস্তানের পাঞ্জাবী ও ভারতের হিন্দি ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীই প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করে আসছে। এই ভাষাভাষিদের পাশপাশি আমরা বাংলাদেশের বাঙালীরাই ১৯৭১ সাল থেকে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করছি। স্বাধীনতা নামক এই মহা মূল্যবান সত্ত্বাটি আমরা যার নেতৃত্বে অর্জন করেছি তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু এখন ইতিহাস। তাই তাঁকে চেনানোর ভার ইতিহাসের ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি আমার আজকের প্রসঙ্গ ডঃ ইউনূস পরিচিতিতে ফিরে আসি।

সিআইএ'র ফ্যান্ডবুক-পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২১০০ মার্কিন ডলার। আমাদের হিসেব মতে ৪৫০ ডলার প্রায়। এ

হিসেবটিতে একটি অবিশ্বাস্য গড়মিল দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করতে পারেন এতে ছাপার ভুল আছে। কিন্তু এতে কোন ভুল নেই। ২১০০ ডলারও ঠিক আবার ৪৫০ ডলারও ঠিক। আমেরিকান হিসেবের ফরমূলা হলো, বাংলাদেশের একজন মানুষের গড় আয় দিয়ে আমেরিকার বাজার দরে কত ডলারের পণ্য কেনা যায়। অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতার নিরিখেই গড় আয় নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের হিসেবের ভিত্তিও তাই। যেহেতু বাংলাদেশে পণ্যের দাম আমেরিকার তুলনায় অনেক কম সেজন্য এই পার্থক্য। সিআইএ ফ্যাক্ট বুক-ই বস্তুত আন্তর্জাতিক হিসেবের ভিত্তি। সেই নিরিখে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২১০০ ডলার। এই আয়ের মানুষদের ধনী বলা না গেলেও হত-দরিদ্র বলা যাবে না। অর্থাৎ বাংলাদেশ এখন আর পভার্টি লাইনের নিচের দেশ নয়।

বাংলাদেশের দারিদ্র অবস্থার উন্নতির পিছনেও কিন্তু ডঃ ইউনুস ও তাঁর গ্রামীণ ব্যাংকের অবদানই বেশি। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রায় ৭০ লক্ষ গ্রাহকের ইতিপূর্বে হিসেবে নেয়ার মত কোন আয় ছিল না। ডঃ ইউনুসের উদ্ভাবিত ফরমূলাকে অনুসরণ করে বর্তমানে ব্রাক, আশা, প্রশিকা, নিজেরা করিসহ কয়েক হাজার এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সবার সম্মিলিত গ্রাহক সংখ্যা কম করে হলেও দেড় কোটি তো হবেই। এই দেড় কোটি মানুষের আয় নতুন করে জাতীয় আয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের মানুষের গড় আয় ২১০০ ডলারে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির যেটুকু উন্নতি হয়েছে তা মূলত এনজিওদেরই অবদান। আমাদের সরকার তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন অবদান এতে নেই। বরং বলা যায় পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রযন্ত্র জনগণের সৃষ্টিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্ণধারেরা কমিশন বানিজ্য ছাড়া আর কিছুই করেন নি। তাদের তথা কথিত উন্নয়নের জোয়ার তারা ঘটিয়েছেন কেবল কমিশন বানিজ্যের সার্থেই। কমিশন বানিজ্য না করে তারা ডঃ ইউনুসের জীবনাদর্শ অনুসরণ করলে দেশ ২১০০ নয় এতদিনে ২১০০০ ডলার আয়ের দেশে পরিণত হতে পারতো।

ডঃ ইউনুস হাজার হাজার কোটি টাকার বানিজ্যের ওপর বসে আছেন। .০০০০১% এর কমিশন বানিজ্য করলেও বর্তমানে তাঁর ব্যাংক ব্যালেন্স থাকতো ২/১ শত কোটি টাকা। আমার জানা মতে ডঃ ইউনুসের একখানা বাড়িও নেই। অন্য কোন প্রকার আয়ও নেই। শূনেছি তাঁর বাসভবনে কোন এসিও নেই। স্যুট পড়তেও কখনও দেখি নি তাঁকে। গ্রামীণ চেকের ফতুয়া পড়ে সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়ান। সম্প্রতি প্রাপ্ত নোবেল পুরস্কারের প্রাইজ মানি ৫ কোটি টাকা হয়তো তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অবশ্য তা দিয়ে তিনি কি করছেন বা করবেন তা আমার জানা নেই।

হত দরিদ্রকে দরিদ্র অবস্থায় চিরদিন জীবন যাপন করতে হবে ডঃ ইউনুস তাতেও বিশ্বাস করেন না। দরিদ্র অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তিনি চালু করেছেন গ্রামীণ শিক্ষা-ঋণ। দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষা-ঋণ নিয়ে বর্তমানে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারসহ আরও নানা উন্নত পেশায় প্রবেশ করছে। কোন পরিবারের একটি সন্তান এ ধরনের পেশায় একবার প্রবেশ করতে পারলে সে পরিবার চিরতরে দরিদ্র অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসলো।

এখানেও থেমে থাকেন নি আমাদের ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস। মোবাইল ফোন এক সময় ছিল ধনীদেব বিলাস সামগ্রীর খাতায়। সেটাকে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিয়ে গ্রামীণ ফোন নামটিকে সার্থক করে তুলেছেন তিনি। আজ মোবাইল ফোনের কল্যাণে তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ শহর ও গ্রামের জীবনকে করে তুলেছে সমার্থক। আগে তথ্য-প্রযুক্তি সংগ্রহ করতে যেখানে শতশত বা হাজার হাজার টাকা ও প্রচুর সময়ের অপচয় হতো, তা এখন মাত্র ২/৪ টাকায় মুহূর্তে সংগ্রহ করা যায়।

এখানেও থেমে থাকেন নি ডঃ ইউনুস। সূর্য রশ্মিকে ধরে এনে বিজলি বাতি জ্বালানোর প্রযুক্তিকে তিনি পৌছিয়ে দিয়েছেন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। কুপি বাতি ও হারিকেনের টিমটিমে আলোর স্থলে গ্রামে গঞ্জে জ্বলছে এখন ঝলঝলে বিদ্যুৎ বাতি। চলছে ফ্যান, টিভি, রেডিও, ক্যাসেট ইত্যাদি। রি-চার্জ হচ্ছে নানা প্রকার ব্যাটারি। শুনেছি আজকাল কমপিউটারও চলছে সূর্য রশ্মির বিদ্যুতে।

এখানেও থেমে থাকেন নি ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস। সরকারি বেসরকারি খাতে নানা প্রকার হাসপাতাল/স্বাস্থ্য সেবার প্রতিষ্ঠান খুলে মনে করা হচ্ছে জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রচুর কাজ হয়েছে (আসলে সবই কমিশন বানিজ্যের প্রয়োজনে)। স্বাস্থ্য থাকলেই তো স্বাস্থ্য সেবা হবে? যেখানে মূল সমস্যা হলো পুষ্টিহীনতা, সেখানে উচ্চ ডিগ্রিধারি ডাক্তার/ প্রেসক্রিপশন/ ঔষধ ইত্যাদি দিয়ে কী হবে? পুষ্টিহীনতার চিকিৎসা হলো পুষ্টির যোগান দেয়া। ডঃ ইউনুস তাই করেছেন। ডেনিস মিস্কের সহায়তায় পুষ্টি দৈয়ের আয়োজন করেছেন পুষ্টিহীনকে সুলভে পুষ্টি যোগানোর জন্য। সঠিক রোগের সঠিক চিকিৎসা। এই হলো আমাদের ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস।

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা ব্যাপিয়ে পড়েছিলাম। স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। সেটাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য আজ আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়োজন। কমিশন খেতাদের হাত থেকে আমরা আপাতত মুক্তি পেয়েছি। সুযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে আজ আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের ভার ন্যস্ত হয়েছে। এটাকে ধরে রাখতে হবে। লুটেরাদের তথাকথিত গণতন্ত্রের বেড়াজালে পড়ে যাতে প্রকৃত গণতন্ত্র মুখ খুবড়ে না পড়ে সেজন্য প্রত্যেক বাংলাদেশিকে আজ এগিয়ে আসতে হবে। দেশের যোগ্যতম সন্তান মুহাম্মদ ইউনুসকে দেশ পরিচালনার ভার অর্পণ করতে হবে। ভয় নেই আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী এই নেক কাজেও আমাদের সহায়ক শক্তি হয়ে থাকবে।

লুটেরারা নানান কৌশলে জনগণের এই বিজয়কে নস্যাত করার চেষ্টা চালাবে। ডঃ ইউনুসের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কৈ? এমন হাস্যস্পদ কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাবে। রাজনীতির উদ্দেশ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন করা। আমাদের চোরারা অর্থাৎ তথাকথিত রাজনীতিবিদরা এমন রাজনীতি কখন করেছে? করেছে তো চুরি-চামারি, লুট-পাট, ভাঙ-চুর, জ্বালাও-পোড়াওসহ হরেক রকমের অপকর্ম। তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা হলো কখন? রাজনীতি তো করেছেন ডঃ ইউনুস। তিরিশ বছর ধরে জনগণের কল্যাণ সাধনই তো করে এসেছেন। এটাই তো

রাজনীতি। চুরি চামারি তো আর রাজনীতি হতে পারে না। অতএব চোরাদের এসব চোরা কথায় বিভ্রান্ত হওয়া চলবে না। একটা জাতির সামনে সুযোগ বারবার আসে না। এটাই আমাদের মোক্ষম সুযোগ। সবাই ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের ডাকে সাড়া দিয়ে লৌহ কঠিন শপথ নিয়ে এগিয়ে আসুন। এখানেই আমাদের মুক্তি। মহাখীর ২০ বছরে মালেশীয়ার জন্য যা করেছেন আমাদের ইউনূস তা ১০ বছরে করবেন। দারিদ্র চলে যাবে যাদুঘরে। যা ডঃ ইউনূসের স্বপ্ন। এখন আমাদেরও স্বপ্ন।

বাড়ি- ৬৫এ, সড়ক- ১৫এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা- ১২০৯

ফোনঃ ৯১৪৩৫৪৮/ ০১৯১-৯৩৭৬৬২

Email: didar@e-movement.org